দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ 24 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

শান্তি রক্ষায় ছাত্রদের ভূমিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন কলেজের নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, উন্নয়নের পূর্বশর্ত শান্তি ও স্থিতিশীলতা। তিনি বলেন, শান্তি বজায় রাখার দায়িত্ব ছাত্রদের নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গনের সুস্থ পরিবেশ ধ্বংস করার যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ থাকার জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী দেশের শিক্ষার্থীদের প্রতি যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা তাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বে আস্থাশীল হতে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু শিক্ষাঙ্গনেরই প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করে না, তারা তাদের তরুণ মনের ছোঁয়ায় জাতিকে সঞ্জীবিত করার শক্তি রাখে। এ কথার প্রমাণ আমরা অতীতে বহুবার পেয়েছি। ছাত্রদের দেশপ্রেম, তাদের সাহস, তাদের উদ্যোগী ভূমিকা এদেশের মানুষকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছে। প্রয়োজনে ছাত্ররা সংগ্রাম করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে।

একটা দেশের এবং জাতির প্রয়োজন সব সময় এক থাকে না। বিভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের ভূমিকার পরিবর্তন হয়। মুক্তি যুদ্ধের সময় বা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের যে ভূমিকা ছিল, স্বাভাবিক অবস্থায় শান্তির কালে সেই একই ভূমিকা তাদের থাকতে পারে না। তরুণ সমাজকে তারা নেতৃত্ব অবশ্যই দিতে পারেন। কিন্তু সে হবে শান্তির পথে চলার জন্য নেতৃত্ব। এক সময় তারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছেন। এখন আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, গণতন্ত্রও পেয়েছি। এখন তাকে সংহত করার পালা। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এখন আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। একটা শিক্ষিত জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য শিক্ষাঙ্গনসহ সমগ্র দেশে সার্বিকভাবে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা জরুরী। এ কাজ সত্যিই ছাত্ররাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

আমাদের দেশে স্বার্থান্বেষী কিছু মহল আছে যারা ছাত্রদের ব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে। এদের উস্কানিতে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসমূলক ঘটনা ঘটে। মারপিট, দলাদলি হয়। নারকীয় কান্ডকারখানাও ঘটে যায়। ছাত্রদের বুঝতে হবে এসব কাজ তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা শিক্ষিত মানুষ হবার জন্য শিক্ষাঙ্গনে এসেছেন। শিক্ষিত মানুষ যুক্তিবাদী হবেন, মানবিক গুণসম্পন্ন হবেন। বর্বরতা তাদের শোভা পায় না। গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী করার জন্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো জরুরী। ছাত্ররা শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার কাজে অবদান রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করতে ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সত্যি বলতে শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্ব ছাত্ররাই নিতে পারেন। প্রতিটি ছাত্র, অন্তত অধিকাংশ ছাত্র যদি সচেতনভাবে শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে কাজ করেন তাহলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হয়ত সত্যিই বন্ধ হবে। ছাত্ররা দেশের তরুণ সমাজের একটা উল্লেখ্য যোগ্য অংশ। তারা সামগ্রিকভাবে সামাজিক শান্তি-শৃংখলা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্রসমাজকে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। এবার তারা দেশ ও সমাজে শান্তির সৈনিক হিসাবে পরিচিত হোন, আমরাও তাই চাই।